MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
P.O.—BHUPATINAGAR, Dist.—PURBA MEDINIPUR, PIN.—721425, WEST BENGAL, INDIA
NAAC Re-Accredited B+Level Govt. aided College
CPE (Under UGC XII Plan) & NCTE Approved Institutions
DBT Star College Scheme Award Recipient
E-mail : mugberia_college@rediffmail.com // www.mugberiagangadharmahavidyalaya.ac.in

Ref. No.—M.G.M. / / / Date.....
From—The Principal / Secretary,

Department of Music

Paper:C1T

UNIT:6 : Raga and its characteristics: (রাগ এবং রাগের বৈশিষ্ট্য):

"রঞ্জয়তি ইতি রাগ"

—যে স্বর রচনা মানুষের চিত্তরঞ্জন করে তাকে বলা হয় রাগ। অভিনব রাগমঞ্জরীকার রাগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—

"য়োহয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।

রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগং কথিতো বুধৈ"॥

অর্থাৎ ধ্বনির সেই বিশিষ্ট রচনা যা স্বরবর্ণবিভূষিত হয়ে জনচিত্তকে রঞ্জন করে, তাকেই রাগ বলে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে রাগ রচনায় কতকগুলি আবশ্যিক নিয়মকানুন আছে যার ব্যতিক্রম ঘটলে সেই রচনাকে 'রাগ' বলা চলবে না। যেমন—

১) রাগকে কোন ঠাট হতে উৎপন্ন হতে হবে। এইজন্য রাগ মাত্রকেই বলা হয় 'জন্য রাগ'।

২) রাগ রচনায় কমপক্ষে পাঁচটি স্বর ব্যবহার করতে হবে।

৩) রাগের রঞ্জকতা গুণ থাকবে।

৪) কোন রাগের ষড়জ স্বরটি বর্জিত হবে না।

৫) রাগের আরোহ এবং অবরোহ, পকড়, সময় ইত্যাদির নির্দেশ থাকবে।

৬) রাগে বাদী এবং সম্বাদী স্বর অবশ্যই থাকবে এবং একটি থেকে অপরটির দূরত্ব কমপক্ষে সাত শ্রুতি হতে হবে।

৭) কোন রাগেই মধ্যম এবং পঞ্চম স্বর একসাথে বর্জন করা যাবে না।

৮) কোন রাগেই একই স্বরের দুটি রূপে (যেমন—কোমল রে, শুদ্ধ র, কোমল গা, শুদ্ধ গা ইত্যাদি) একই সঙ্গে প্রয়োগ হবে না। কিন্তু আধুনিককালে কিছু কিছু রাগে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। যেমন- ললিত রাগ।

৯) রাগে স্বর তথা বর্ণের ব্যবহার অপরিহার্য।

১০) রাগে একটি বিশেষ রসের অভিব্যক্তি থাকবে।

১১) রাগের জাতি-বিভাগ থাকবে, যেমন— ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: ঘোষ শম্ভু নাথ, সংগীতের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯। PK. 09.05.2022